তারিখ ... 24 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 76 কলাম ... 2 ...

কালের কণ্ঠ

মতবিনিময় সভায় উপাচার্যরা

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সামাজিক শক্তির সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ জামায়াত-শিবিরের অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে গেছে। তারা বিভিন্ন লক্ষ্য সামনে রেখে সন্ত্রাস করছে। তরুণ শিক্ষার্থীদের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করছে, জঙ্গিবাদে ঠেলে দিচ্ছে। তাই জঙ্গিবাদ নামের ক্যান্সার অপসারণই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্য জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ সভার আয়োজন করে।

সভায় ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বেশ কিছু প্রস্তাব দেন। এর মধ্যে রয়েছে গুলশান হত্যাযজ্ঞের এক মাস উপলক্ষে ১ আগস্ট সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মানববন্ধন ও জঙ্গিবাদবিরোধী বক্তব্যের আয়োজন করতে হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথভাবে জাতীয় দিবস পালন করতে হবে। নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। আগামী সেশন থেকেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়-সংক্রান্ত দুটি বিষয় আবশ্যিকভাবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপাচার্যরা বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সিসিটিভিসহ নিরাপত্তা সরঞ্জাম কেনার জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা দরকার বলে তাঁরা মনে করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'জঙ্গি, সন্ত্রাস আজকের ঘটনা নয়। আমরা পাকিস্তান দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি। মানবতাবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধীরা আবার সংঘবদ্ধ হয়েছে। নতুন নামে তারা জঙ্গি কার্যক্রম করছে। জেএমবি, আনসারুল্লাহসহ বিভিন্ন নামে তারা এসব কাজ করছে। ইদানীং তারা আইএস নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। আগে মাদ্রাসার ছাত্ররা এ ধরনের ঘটনা ঘটালেও এখন যুক্ত হয়েছে নামিদামি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থীরা। দেশ যখন সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছে তখনই এই ষড়যন্ত্র।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যথাযথভাবে কাজ করছে। কিন্তু এর পরও সামাজিক আন্দোলন দরকার। যারা জঙ্গিবাদে জড়িত তাদের সংখ্যা নগণ্য। মেধাবী ছাত্ররা কেন এ পথে যায় তা আপনারা (উপাচার্য) জানান। তাহলে আমরা কাজ করতে পারব। এটা কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয়, বৈশ্বিক সমস্যা। জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। সিজারে তাবেল্লা ও কুনিও হোশিকে কারা হত্যা করেছে তা আমরা উদ্ঘাটন করেছি। এই যুদ্ধেও আমরা বিজয়ী হবো। আসুন, সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি।'

সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আমরা রক্ষা করতে চাই। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষাজীবন স্বাভাবিক রাখতে হবে। শিক্ষক নামধারী কিছু ব্যক্তি এ কাজে (জঙ্গি কর্মকাণ্ডে) সম্পৃক্ত আছেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের বিপথগামী করছেন। ইউজিসি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল। তারা সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় পদক্ষেপ নেয়নি। এখন দেখা গেছে, সেই শিক্ষকরাই আজকের ঘটনায় জড়িত।'

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, 'জগতের সবচেয়ে মহান ও মর্যাদাবান হচ্ছেন শিক্ষকরা। আমরা আপনাদের মর্যাদা বাড়ানোর ক্ষেত্রে লড়াই করেছি, আরো মর্যাদা বাড়বে। তবে আপনাদেরও নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়—এমন কাজ করা যাবে না। শিক্ষককে হতে হবে আদর্শবান ও অনুসরণীয়। কাউকে সন্দেহভাজন মনে হলে আমাদের জানান, আমরা ব্যবস্থা নেব। সন্তানদের ভালোবাসা-আদরযত্ন দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকের ভালোবাসা পেলে শিক্ষার্থীরা সব কিছু শেয়ার করবে।'

- নিরাপত্তা বাড়াতে অর্থ সহায়তা চাইলেন উপাচার্যরা
- ১ আগস্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও জঙ্গিবাদবিরোধী বক্তব্যের আয়োজন
- জঙ্গিবাদ নির্মূলে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি করার ঘোষণা

জঙ্গিবাদ নির্মূলে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি করার ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষক, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ কমিটি করা হবে। তারা জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারণা সব জায়গায় পৌঁছে দেবেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোজাম্মেল হক বলেন, শিক্ষক নিয়োগ ও কলেজের রেজিস্ট্রেশন ও স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। পিস স্কুলের বিষয়টি নজরে এসেছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও এসব স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। তারাও এসব স্কুলের জন্য সুপারিশ করে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম জানান, শিক্ষকরা যখন পথ থেকে বিচ্যুৎ হন তখন শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে আনা যায় না। এসব নিয়ে ভাবতে হবে। সরকারকেও শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে হবে। তাহলে তাদের কথা বলার সাহস হবে। তাদের কথা সবাই শুনবে।

বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক কামরুল ইসলাম খান বলেন, 'আগস্ট মাস স্বাধীনতাবিরোধীদের টার্গেট মাস। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলাদলি না করে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ ও শিক্ষক সমিতিকেও কিছু দায় নিতে হবে। আমাদের ভেতরে স্বাধীনতাবিরোধীরা ঢুকে গেছে। তাদের কোনোমতেই আশ্রয় দেওয়া যাবে না।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ বলেন, 'আজকের অবস্থায় শৈথিল্য দেখানোর সুযোগ নেই। এটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে। আমাদের দায়িত্ব নিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। নইলে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানো উচিত। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যা হচ্ছে তা কঠোরভাবে মনিটরিং করা উচিত। ইউজিসির যে ক্ষমতা আছে তারই পুরোপুরি ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনিটরিং অফিস করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ থাকাটাও প্রয়োজন।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মো. মিজান উদ্দিন বলেন, '১৯৭৫ সালের পর বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপরিকল্পিতভাবে টার্গেট করা হয়েছিল। সন্ত্রাস লালন করা হয়েছে এখানে। এই সন্ত্রাসী কারা প্রতিষ্ঠিত করল? তাদের ব্যাপারে আমরা কী করেছি? অধ্যাপক রেজাউল করিম হত্যায় আমাদের ছাত্ররাই জড়িত। আর এই ছাত্রদের প্রশিক্ষিত করেছেন শিক্ষকরাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সাংস্কৃতিক শূন্যতা চলছে। আজ যারা ছাত্র রাজনীতি করছে তাদের প্রতি সাধারণ ছাত্রদের সমর্থন নেই। আমরা শিক্ষকরাও অনৈক্য ও বিবাদে জড়িত।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। এটা দীর্ঘদিন ছিল মিনি ক্যান্টনমেন্ট। এখানে দীর্ঘদিন সন্ত্রাস লালন করা হয়েছে। আমাদের লাইব্রেরিতে গোলাম আযমের বইও থাকতে পারে।'

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আলাউদ্দিন বলেন, 'এটা গ্লোবাল সমস্যা। জামায়াত-শিবির এসব কাজ করছে। কারণ তাদের নেতাদের বিচার হচ্ছে। আমাদের শিক্ষকদের মাঝে কলহ আছে। পত্রিকায় দেখা যায়, জামায়াত-শিবির আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পদ পাচ্ছে। এটার জন্য কিন্তু ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তারা যেন ছদ্মবেশে ক্ষতি না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স ম ইমামুল হক বলেন, অনেক স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয় না, এটা ভাবা যায় না। স্কুলে এসেম্বলিতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। তারা চায় না তাদের শিক্ষকরা এ পথে যাক। কিন্তু তারা জানেন না তাদের কী করতে হবে। তাদের ডকুমেন্টারি দেখাতে হবে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক সমস্যা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতেও মনিটরিং বাড়াতে হবে। পুলিশেও সমস্যা আছে। সেগুলো খেয়াল করতে হবে। এ ছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি শিবির নিয়োগ হয় তাহলে তারা জঙ্গি উৎপাদন করবে। কোচিং সেন্টারের অধিকাংশই জামায়াত-শিবিরের। এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।' শিগগির ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জঙ্গিবাদবিরোধী কনভেনশন করা হবে বলে জানান তিনি।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইন, বুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আলী আকবর প্রমুখ।